নবপর্যায় : ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০২১

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

মোদের গরব, মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা

“আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙ্গালী। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ এঁকে দিয়েছেন যা মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি- দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।”

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮

It is true that we are either Hindu or Muslim, but larger truth is that we are also Bengali. Mother nature stamped that Bengaliness in our feature and language in such a way that we cannot hide that by any garland, tilak or tiki (religious sign of Hindus) or by prayer cap, lungi or beard (that of Muslims)..

Dr. Mohammad Shahidulla
31 December 1948

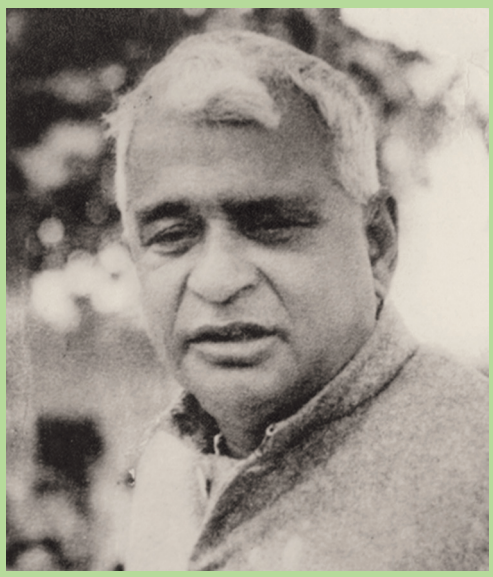

“বাংলা একটি প্রাদেশিক ভাষা, কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিবেচনায় এটি রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা। আর তাই প্রাদেশিক ভাষা হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা হবার কারণে এর অবস্থান অত্যন্ত দৃঢ় এবং শক্তিশালী।”

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮

Bengali is a provincial language, but so far our state is concerned; it is the language of the majority of the people of the state. So although it is a provincial languge, but as it is a language of the majority of the people of the state, it stands on a different footing therefore.

Dhirendranath Dutta, 25 February 1948

মুক্তিযুদ্ধের স্মারক গ্রহণ ও তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠান

মির্জা মাহমুদ আহমেদ

২৮ জানুয়ারি ২০২১, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক গ্রহণ ও তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানের শুরুটা বেশ উৎসবমুখর ছিলো। মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা জাদুঘর মিলনায়তনে প্রর্দশিত তাঁদের পূর্বসূরীদের ছবি ও স্মারকের সঙ্গে হাসিমুখে ছবি তুলছিলেন। মিলনায়তন জুড়ে পিন পতন নীরবতা নেমে এলো যখন পাবনার প্রথম শহীদ জি এম শামসুল আলম বুলবুলের বোন সায়মা জাহান পাপড়ি ভাইয়ের স্মৃতিচারণ করতে ডায়াসে উঠলেন। সায়মা জাহান পাপড়ি বলছিলেন, ভাই-বোনদের মধ্যে একমাত্র বাধ্যগত ছিলেন জি এম শামসুল আলম বুলবুল। শান্ত সৌম্য স্বভাবের কারণে বিনা প্রতিবাদে বাবা মা’র সব আদেশ মেনে নিতেন। পরিবারের গান পাগল ছেলেটি সুযোগ পেলেই গান ও আড্ডায় মেতে উঠতেন। তাই কাজী নজরুলের ইসলামের লেখা ‘এ কোন মধুর শরাব দিলে’ গানটি নিজ কণ্ঠে গেয়ে নতুন টেপ রেকর্ডারে ধারণ করেছিলেন।

এমন মেধাবী, ধীরস্থির স্বভাবের ছেলেটি যে ঘরে থাকা .২২ বোর রাইফেল নিয়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বেন এ কথা স্বজনরা ভাবতেও পারেননি। শহর থেকে ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এলে আরও ক’দিন থাকার বায়না করতেন বুলবুল। পড়াশোনার ক্ষতি হবে ভেবে মা বাড়িতে থাকতে দিতেন না। শেষবার বুলবুলের নিথর দেহ যখন বাড়িতে এলো তখন বুলবুলের মা নদীর ওপারে কবরস্থানে ছেলেকে কবর দিতে দেননি। মায়ের জানালা ঘেঁষে খোঁড়া হয় বুলবুলের কবর। মিলনায়তনে উপস্থিত সকলেই হয়তো স্মরণ করছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের সেই গান– ঘুমিয়ে গেছে শান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে স্মারক গ্রহণ ও তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সারওয়ার আলী বলছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যাত্রা থেকে শুরু করে আজ অবধি কিভাবে জনগণের সহায়তায় এতদূর এসেছে। শক্ত ভীতের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরিচালন ব্যয় নির্বাহের জন্য স্থায়ী তহবিল গঠনের লক্ষ্যে নির্মাণকালীন সময়ের মতো এবারও সকলের সহায়তা কামনা করেন তিনি।

সূচনা বক্তব্যের পর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কিউরেটর আমেনা খাতুন গ্রহণকৃত স্মারক সমূহের বিবরনী পাঠ করেন। গ্রহণকৃত স্মারকগুলো হলো; সালাম সালাম হাজার সালাম গানের রচয়িতা কবি ফজল-এ- খোদার ডায়েরি, বংশাল গেরিলা কমান্ডার আবুল হাসান মাসুদের পরিচিতি পত্র এবং কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন কার্যক্রমের দলিলপত্র, ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত মুনীর চৌধুরীর ‘কবর’ নাটকের প্রথম সংস্করণ, মোহাম্মদ রশিদ উদ্দিন এর কারাপঞ্জী, মুক্তিযোদ্ধা অলি আহাম্মদ কর্তৃক সোনামুড়া ক্যাম্প পরিচালনাকালীন দলিলপত্র, পাবনার প্রথম শহীদ জি এম শামসুল আলম বুলবুল এর আলোকচিত্র, টেপ রের্কডারে ধারণকৃত নিজকণ্ঠে গীত সংগীত এবং মৃত্যুর সময় পরিহিত হাতঘড়ি, ১৯৭১ সালে ড. মাহবুবুল আলম এর আমেরিকায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনসচেতনতামূলক কাজের দলিলপত্রের কপি। মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের স্বজনরা তাঁদের কাছে অনেক যত্নে রক্ষিত স্মারকগুলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টিদের হাতে তুলে দেন।

বংশাল গেরিলা কমান্ডার আবুল হাসান মাসুদ এর বোন অধ্যাপক হাফিজা খাতুন সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের বাড়িটিই হয়ে উঠেছিলো গেরিলাদের আশ্রয়স্থল। গেরিলারা কখন বাসায় আসবেন, অপারেশনে যাবেন সব খোঁজ খবর রাখতেন তিনি। অস্ত্র পরিস্কারের কৌশলও রপ্ত করে নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে নানা জনের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন সেটি তিনি যেন আবারও স্মরণ করিয়ে দিলেন সকলকে। স্মৃতিচারণ পর্বের পর ‘পাবনার প্রথম শহীদ জি এম শামসুল আলম বুলবুল এর টেপ রের্কডারে ধারণকৃত নিজকণ্ঠে গীত সঙ্গীতটি যখন জাদুঘর মিলনায়তনে বেজে ওঠে তখন অনুষ্ঠানজুড়ে আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

তহবিল সংগ্রহ পর্বে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুদান প্রদান করেন অধ্যাপক হাফিজা খাতুন, অধ্যাপক লতিফা শামসুদ্দিন, বংশাল গেরিলা কমান্ডার আবুল হাসান মাসুদ, জাহিদুল হক এবং সৈয়দ মুন্তাসীর হাফিজ। পাঁচ জন অনুদানদাতা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে মোট পনের লক্ষ সত্তর হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেন।

অনুদানদাতা ডা. লতিফা শামসুদ্দিন মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, একাত্তরে তিনি সদ্য এমবিবিএস পাশ করে বগুড়া মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। সে সময়কার একটি ঘটনা স্মরণ করে ডা. লতিফা বলেন, পা ভেঙ্গে একজন সুদর্শন মুক্তিযোদ্ধা তাঁর হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে এসেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা ছেলেটিকে বাঁচিয়ে রাখতে নির্ধারিত সময়ের বেশি প্রায় তিনমাস পায়ের সঙ্গে ইট বেঁধে চিকিৎসা দেওয়ার পর হাসপাতাল থেকে ছাড় দেওয়ার দিন রাজাকাররা হাসপাতাল প্রাঙ্গন থেকে ছেলেটিকে ধরে নিয়ে পাশের করতোয়া নদীতে নিয়ে হত্যা করে। রাজাকাররা যেদিন মুক্তিযোদ্ধা ছেলেটিকে ধরে নিয়ে যায় সেদিনের চাহনী

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর

আজও তিনি ভুলতে পারেননি।

সে সময় তিনি দেখেছেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী কিভাবে নির্যাতনের শিকার নারীদের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসতো। স্বাধীনতার পর তিনি একটি 'বীরঙ্গনা পূর্নবাসন' কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন। হল্যান্ডের এক গাইনোকোলজিস্ট এর পরামর্শে এক রাতে সাত যুদ্ধ শিশু প্রসবের সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সে সময়কার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, পাক বাহিনীর অত্যাচার সইতে না পেরে অনেক নারী তখন মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর তারা পথ চেয়ে থাকতেন কবে স্বজনরা তাদের নিতে আসবেন। মিলনায়তনে উপস্থিত এই প্রজন্মের দর্শকদের কাছে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ শোনা ছিল এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর বলেন, মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যরা পরম যত্নে যে স্মৃতিচিহ্নগুলো এতোদিন আগলে রেখেছেন এগুলোর কোনো মূল্য হয় না এগুলো অমূল্য। সেই স্মৃতিচিহ্নগুলোই সংরক্ষণ ও জাতির সামনে তুলে ধরেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। সেই সঙ্গে আক্ষেপ করেন স্বাধীনতার ৫০ বছরে এসেও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মানসম্মত নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণ না হওয়ায়।

তিনি আরও বলেন,বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেমন উদাত্ত হস্তে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতি সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তেমনি স্কুলের বাচ্চারা টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে সহায়তা করেছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সেগুনবাগিচা থাকাকালীন সময়ের স্মৃতিচারণ করে আসাদুজ্জামন নূর বলেন, 'সেগুনবাগিচায় অনুদান সংগ্রহের জন্য একটি বাক্স ছিলো। দেশি-বিদেশি অনেকেই সেখানে অর্থ সহায়তা প্রদান করতেন। একদিন আমি দেখলাম একজন রিক্সাওয়ালা তার রিক্সাটি জাদুঘরের গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে বাক্সে অনুদান প্রদান করে বেরিয়ে গেলেন। হয়তোবা তিনি এর আগে একদিন জাদুঘরটি ঘুরে গেছেন সেদিন এসেছিলেন অনুদান দিতে। এভাবেই সর্বস্তরের মানুষের সহযোগীতায় গড়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর'।

সমাপনী বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সুর্বণ জয়ন্তীতে এসে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সংগ্রহ ও সংরক্ষনের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের বহুমাত্রিক ইতিহাস তুলে আনতে হবে। এজন্য গবেষণার পাশাপাশি প্রবীণ জনগোষ্ঠীর প্রতি যত্নবান হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

মুক্তিযুদ্ধের স্মারক গ্রহণ ও তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের, ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর, ট্রাস্টি মফিদুল হকসহ মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

গণঅভ্যুত্থান '৬৯ স্মরণানুষ্ঠান

উত্তাল উনসত্তর

মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নেয়ার জন্য যে ঘটনাগুলো অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সেইসব ঘটনা সকলের সামনে নিয়ে আসার লক্ষ্যে প্রতিবছর বিভিন্ন স্মরণানুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে উপনিত করেছিল, এই গণঅভ্যুত্থান বাঙালি জাতির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেদিন কিশোর মতিউরের আত্মত্যাগ এরপূর্বে আসাদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ক্রমাগত শক্তিশালী হয়েছে এবং এর বীজটি মহিরুহে পরিণত হয়েছে। শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য শুধু দিবস উদযাপন নয় বরং শহীদদের সম্পর্কে জানা প্রয়োজন, ইতিহাসকে জানা এবং সঠিকভাবে জানা প্রয়োজন এবং সেটি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। ২৪ জানুয়ারি ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণানুষ্ঠানের সূচনায় ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর, এমপি এমন বক্তব্য তুলে ধরেন। অনলাইন প্লাটফর্মে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছিল আলোচনা, স্মরণ , গান, আবৃত্তি, পাঠ ও প্রামাণ্যচিত্র দিয়ে।

আয়োজনে ৬৯-এর গণআন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, ডাকসুর তৎকালীন ভিপি বর্তমানে মাননীয় সংসদ সদস্য তোফায়েল আহমেদ সেই উত্তাল দিনের স্মৃতিচারণ করে বলেন, উনসত্তরে গণঅভ্যুত্থান না হলে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসির মঞ্চ থেকে মুক্ত করা যেত না, বঙ্গবন্ধু মুক্ত না হলে ৭০-এর নির্বাচনে আমরা বিজয় লাভ করতাম না, আর ৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ী না হলে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন সম্ভব হতো না। আমাদের পণ ছিল, মুজিব তোমায় মুক্ত করবো, মাগো তোমায় মুক্ত করবো, দুটোই আমরা সফল করেছি।

গত বছর গণঅভ্যুত্থান দিবসকে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আয়োজনে বক্তা ছিলেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা সাংবাদিক কামাল লোহানী। সম্প্রতি প্রয়াত এই গুণি ব্যাক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর বক্তব্যের ধারণকৃত অংশবিশেষ পরিবেশিত হয়।

'৬৯-এ শহীদ নবম শ্রেণীর ছাত্র মতিউরের খাতা থেকে তাঁর লেখা পাঠ করেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী তামান্না তাসমিম। 'পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক' শীর্ষক এই রচনায় একজন নবম শ্রেণীর ছাত্রের দেশ-ভাবনা ফুটে উঠেছে। নিজ খাতায় শহীদ মতিউর লিখেছিলেন, 'কৃষকই জাতির মেরুদণ্ড। মানুষের মেরুদন্ড দুর্বল হইলে সে যেমন সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, সেইরূপ পূর্ব পাকিস্তানের কৃষককূল গরীব হইলে পূর্ব পাকিস্তানও দুর্বল হইয়া পড়িবে। যে কৃষক সম্প্রদায়ের কৃষিজাত দ্রব্যের উপর পূর্ব পাকিস্তানের অসংখ্য নর-নারীর জীবন নির্ভর করিতেছে, সেই কৃষক সম্প্রদায়ের ভাগ্যহীনতা আজ চরমে পৌঁছিয়াছে।'

অনুষ্ঠানে কবি শামসুর রাহমানের কবিতা-আসাদের শার্ট আবৃত্তি করেন মহিউদ্দিন শামীম, আবিদা রহমান সেতু পরিবেশন করেন গণসঙ্গীত জনতার সংগ্রাম চলবেই, আরিফ রহমান পরিবেশন করেন গণসঙ্গীত নোঙ্গর তোল তোল, সময় যে হলো হলো। সবশেষে উনসত্তরের শহীদ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহার শহীদ হওয়ার ঘটনা নিয়ে সাজ্জাদ বকুল নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র 'দাবানল : শহীদ শামসুজ্জোহা ও আমাদের স্বাধীনতা' প্রদর্শিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সংগ্রহশালায় নতুন স্মারক

বংশাল গেরিলা কমান্ডার আবুল হাসান মাসুদ - এর পরিচিতিপত্র ও দলিলপত্র

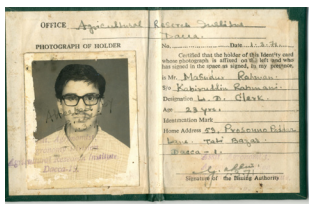

আবুল হাসান মাসুদ আগরতলার মেলাঘর হতে তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণ শেষে মে মাসে ২নং সেক্টরের অধীনে বংশাল, মোগলটুলী ও হাজারীবাগ এলাকার গেরিলা কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। শহরব্যাপী চালিয়ে যান গেরিলা অপারেশন।

'সালাম *সালাম হাজার সালাম*' গানের রচয়িতা **কবি ফজল-এ- খোদার ডায়েরি**

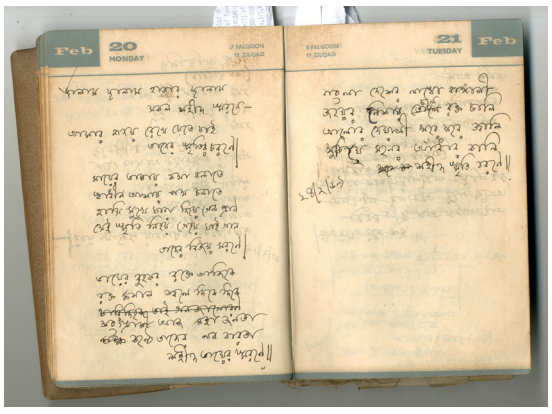

কবি,গীতিকার, শিশু সাহিত্যিক ও শিশু সংগঠক ফজল-এ-খোদা' ১৯৪১ সালের ৯ই মার্চ পাবনার বেড়া থানার বনগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ফজল এ খোদা গানের বাণী রচয়িতা হিসেবে তৎকালীন রেডিও পাকিস্তানে ১৯৬৩ এবং ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান টেলিভিশনে চুক্তিবদ্ধ হন। তাঁর রচিত 'সালাম *সালাম হাজার সালাম লাখো শহীদ স্মরণে*' আজও আমাদের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে। গানটি ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় রচিত হয়। পরে ১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় আব্দুল জব্বার গানটিতে সুরারোপ করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে রেডিওতে প্রচার করেন।

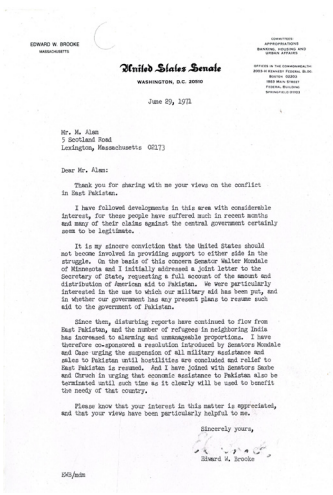

ড. মাহবুবুল আলম কর্তৃক ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড' গঠনের নথি ও চিঠিপত্রের ফটোকপি এবং পুন:মুদ্রিত আলোকচিত্র

মুক্তিযোদ্ধা অলি আহাম্মদ **সোনামুড়া ক্যাম্পের হিসাব দপ্তর পরিচালনাকালীন ভাউচার ও পেটি ক্যাশ রেজিষ্টার, হিসাব বই এবং দলিলপত্র**

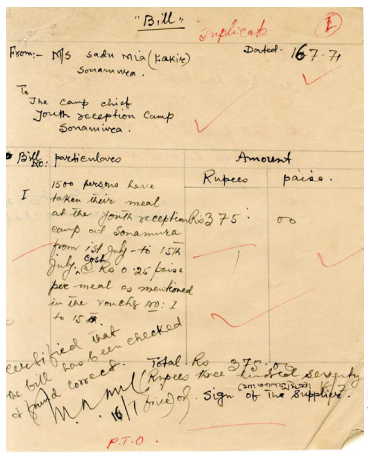

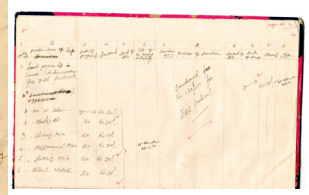

প্রকাশনায়
সৈয়দ মোহাম্মদ শফি
ফিরিঙ্গী বাজার রোড
চট্টগ্রাম

মুদ্রণে
আর্ট প্রেস
ফিরিঙ্গী বাজার রোড
চট্টগ্রাম

শিল্পী
কাইয়ুম চৌধুরী

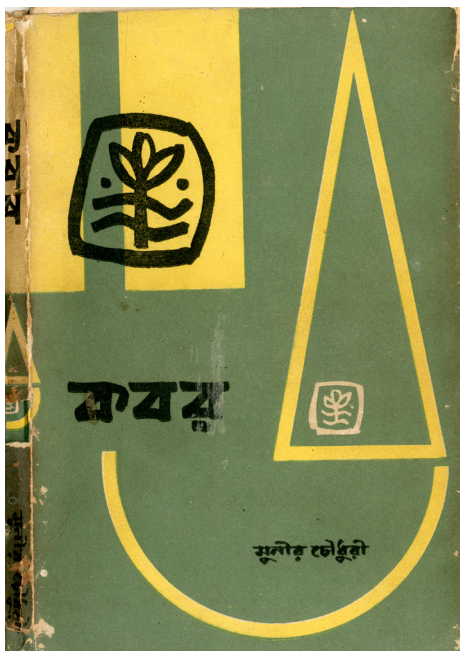

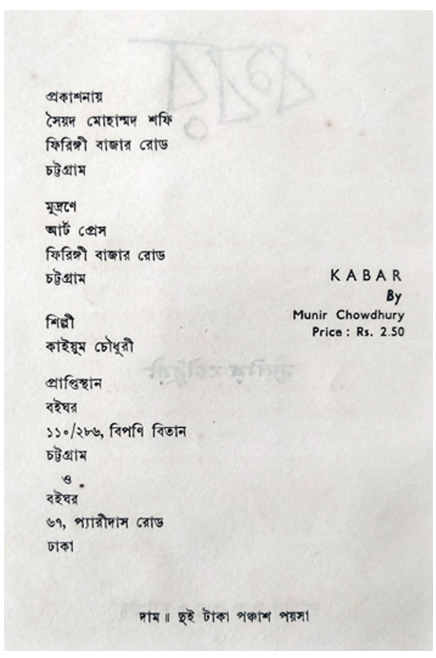

প্রাপ্তিস্থান
বইঘর
১১০/১২৩, বিপণি বিতান
চট্টগ্রাম
ও
বইঘর
৬৭, প্যারীদাস রোড
ঢাকা

KABAR
By
Munir Chowdhury
Price : Rs. 2.50

দাম। দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গ্যালারিতে দৃশ্যমান ১৯৫৩ সালে কারাগারে অভিনীত মুনীর চৌধুরী-এর কবর নাটক। পাশের দেয়ালে প্রদর্শীত হচ্ছে মুনীর চৌধুরীর কারাগারের ডায়েরি

১৯৬৬ সালে চট্টগ্রামের শাহীন বুক ক্লাব হতে প্রকাশিত মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকের প্রথম সংস্করণ

শিক্ষাবিদ, নাট্যকার এবং সাহিত্য বিশারদ মুনীর চৌধুরী ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার কারণে ১৯৫২ সালে গ্রেফতার হয়ে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত কারাবরণ করেন। জেলে বসেই তিনি তার বিখ্যাত নাটক 'কবর' রচনা করেন। ভাষা শহীদদের লাশ গুম করার ঘটনা নিয়ে ঘৃণ্য রাজনীতি উপজীব্য করে 'কবর' নাটক রচিত হয়। ১৯৫৩ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দী থাকাকলীন মুনীর চৌধুরী নাটকটি রচনা করেন এবং সে বছরই ২১ ফেব্রুয়ারি জেলখানাতে মঞ্চস্থ হয় কবর নাটক।

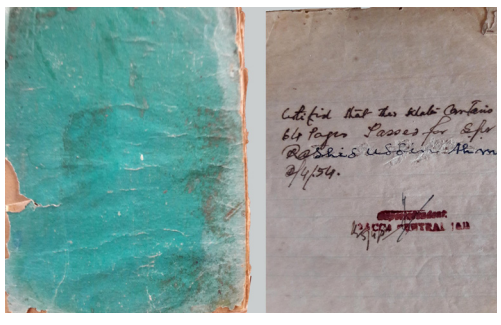

দাতা : অধ্যাপক ভূঁইয়া ইকবাল

মোহাম্মদ রশিদ উদ্দিন-এর কারাপঞ্জি

মোহাম্মদ রশিদ উদ্দিন পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানার গোয়ালিয়াবাঘা গ্রামে আনুমানিক ১৯৩০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন ছিলেন কারাগারে।

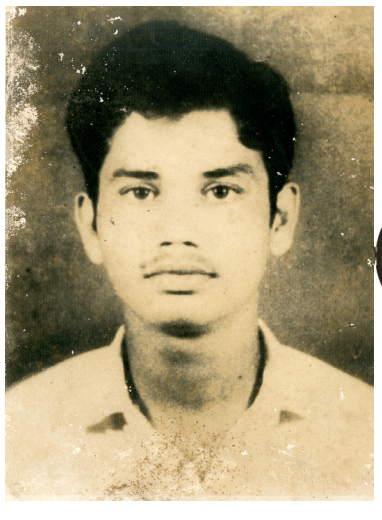

পাবনায় প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধে **শহীদ মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোহাম্মদ শামসুল আলম বুলবুল - এর আলোকচিত্র এবং মৃত্যুর সময় পরিহিত হাতঘড়ি**

৮ম লিবারেশন ডকফেস্টের আনুষ্ঠানিক সমাপনী

হাসিবুল হক ইমন/মরিয়ম রাদিয়া মাসা

কথা ছিল ২০২০ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হবে ৮ম লিবারেশন ডকফেস্ট। ১১২টি দেশ থেকে মোট ১৮০০ টি চলচ্চিত্র ৮ম লিবারেশন ডকফেস্টে জমা পড়েছিলো এবং এই তালিকা থেকে মোট ২০০টি চলচ্চিত্র নির্বাচিত হয়েছিল। তবে কোভিড-১৯-এর উত্থান এবং বিশ্বব্যাপী লকডাউনের কারণে পরিকল্পনাটি পরিবর্তিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ফিল্ম সেন্টারের কর্মীদের চেষ্টায় ১৬-২০ জুন উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় অনলাইনে যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম অনলাইন ডকুমেন্টারি উৎসবের গৌরব অর্জন করে। পাঁচ দিন জুড়ে আয়োজিত এই উৎসবে ৮৩টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল।

২৩ জানুয়ারি ২০২১ এ উৎসবে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে। ৮ম লিবারেশন ডকফেস্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, উৎসব পরিচালক তারেক আহমেদসহ উৎসবের সংশ্লিষ্ট সবাই সশরীরে উপস্থিত হয়ে এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর বলেন স্বাধীনতা, মুক্তি, মানুষ ও মানবাধিকার এই সব বিষয়গুলো বিশ্বজুড়েই প্রধানভাবে আলোচ্য হয়ে থাকে, যেহেতু এগুলো আমাদের সমাজ এবং সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত। এ ছাড়াও, চলচ্চিত্র মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। প্রতিবারের মতো এবারও ৮ম লিবারেশন ডকফেস্ট সফলভাবেই এই কাজটি করেছে। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে ট্রাস্টি মফিদুল হক অন্ধকারে আশা জাগানোর মাধ্যমে মহামারীর চ্যালেঞ্জগুলো কাটিয়ে ওঠার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আগত সকল অংশগ্রহণকারী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের, জুরি, ইয়ুথ জুরি এবং ভলান্টিয়ারদের ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, ৫০টিরও বেশি দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতারা দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম বারের মতো ভার্চুয়ালভাবে পরিচালিত এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যোগ দিয়েছিলেন, যা আমাদের সকলের জন্য একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন ছিল কোভিড-১৯ এর চলমান বৈশ্বিক মহামারীর এই অভূতপূর্ব এবং অভাবনীয় সময়ে। ৮ম লিবারেশন ডক ফেস্ট উৎসবটি হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক উদাহরণ যা বিশ্বের সংহতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন এই উৎসব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপনের অংশ ছিল এবং এ বছর এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে একই ধারায় অব্যাহত থাকবে।

লিবারেশন ডকফেষ্টের পরিচালক তারেক আহমেদ বলেন, ডকফেষ্ট আন্তর্জাতিকভাবেও সমান গুরুত্ব পাচ্ছে তাই এই উৎসবটির পরবর্তী আসন্ন আয়োজন নিয়েও তিনি আশাবাদী। উৎসবটি কয়েকটি বিভাগে সাজানো হয়েছিল তাতে ছিল জাতীয় প্রতিযোগিতা মূলক বিভাগ: ডকুমেন্টিং ১৯৭১ এ্যান্ড বিয়ন্ড, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক বিভাগ, সিনেমা অব দ্য ওয়ার্ল্ড, এক্সপোজিশান অব ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্টস, এক মিনিটের চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা বিভাগের অধীনে বিভিন্ন বিখ্যাত চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু এবং তৃতীয় বিশ্বের জাতীয় মুক্তির অন্যান্য আইকন বিভাগে ছিল জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং বিভিন্ন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সংগ্রামী নেতাদের উপর নির্মিত বিভিন্ন প্রামাণ্যচিত্র। নর্থ-ইস্ট ইজ নট ফার এ্যাওয়ে: উত্তর-পূর্ব ভারতের তথ্যচিত্র যা পূর্ব ভারত থেকে প্রাপ্ত প্রামাণ্য ছিল।

বক্তারা এবং আয়োজকরা এই বছরের উৎসব আয়োজন এবং পরিচালনা উভয় ক্ষেত্রে তাদের সমর্থনের জন্য উৎসবের আয়োজক অংশীদার কসমস ফাউন্ডেশন এবং মিডিয়া অংশীদার ইউএনবি-এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, জাতীয় প্রতিযোগিতামূলক বিভাগে বিজয়ী পুরস্কার ও ক্রেস্ট গ্রহণ করেন খুঁটি প্রামাণ্য চিত্রটির চলচ্চিত্র নির্মাতা জহিরুল হাসান। আন্তর্জাতিক বিভাগে বিজয়ী হন আমার মাইবম পরিচালিত হাইওয়েস অফ লাইফ। এ ছাড়া, প্রথমবারের মতো আয়োজিত ইয়ুথ জুরি এ্যাওয়ার্ডের আন্তর্জাতিক বিভাগে বাটার ফ্লাইজ ইন বার্লিন ও জাতীয় বিভাগে ধনধান্য পুষ্পে ভরা প্রামাণ্যচিত্র দু'টি বিজয়ী হয়। এছাড়া, গ্যালেনা (আন্তর্জাতিক) এবং ফ্লাইং চাইল্ড (জাতীয়) স্পেশাল মেনশনে জায়গা করে নিয়েছিলো।

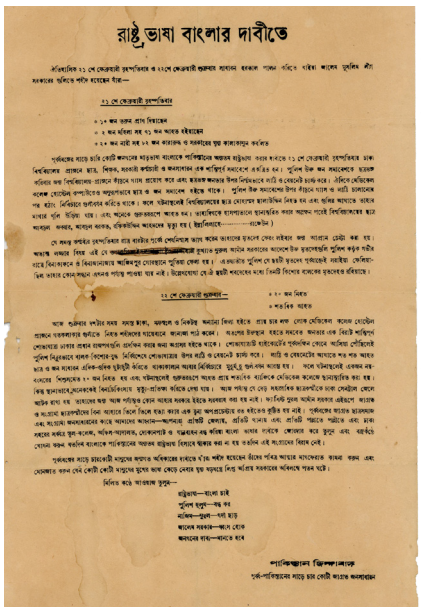

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গ্যালারি থেকে ৫২'র ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে

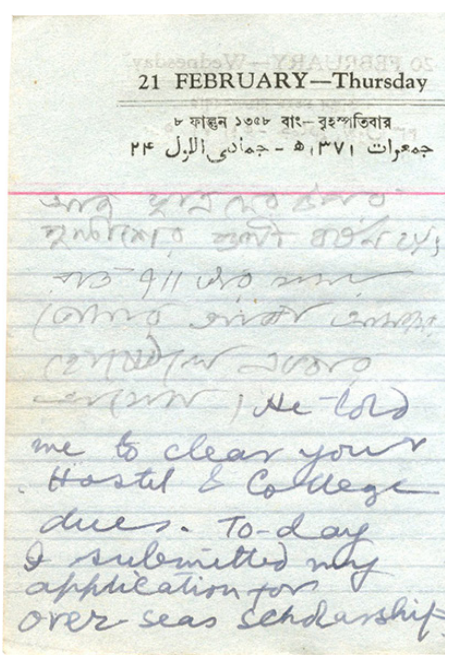

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারির মিছিলে গুলিবর্ষণের বিবরণ সম্বলিত লিফলেট

দাতা: সৈয়দ মো. হুমায়ূন কবির

21 FEBRUARY—Thursday

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলী সম্বলিত নজরুল ইসলাম- এর ডায়েরি

দাতা: হাজেরা নজরুল

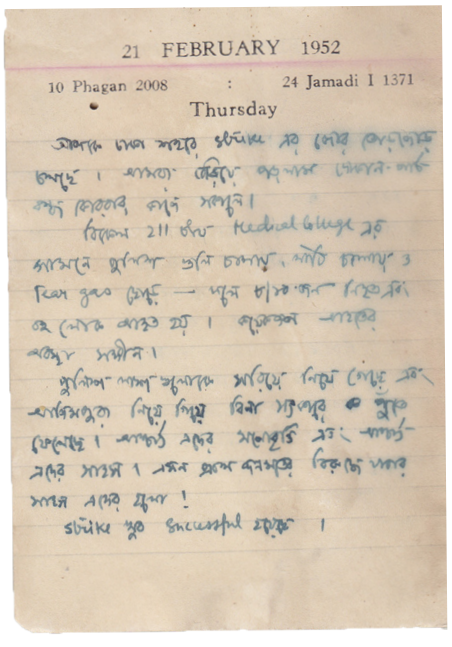

21 FEBRUARY 1952
10 Phagan 2008 : 24 Jamadi I 1371
Thursday

ড. মাহাবুবুর রহমান (মুফতি) তাঁর বায়ান্নোর ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলী –*দাতা: মাসুম রহমান*

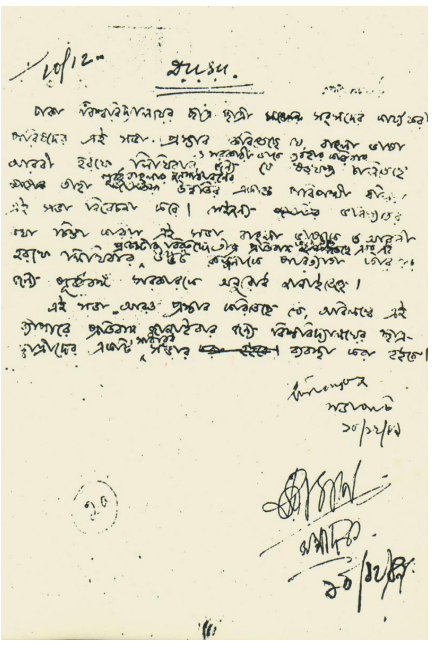

সরকার কর্তৃক আরবি হরফে বাংলা লেখার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ডাকসুর বিবৃতি, ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৯

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

সেগুন বাগিচা থেকে আগারগাঁও

স্মৃতির মুকুরে

ম পানা উল্যাহ্

আমরা যেন কোনো ব্যর্থ রাষ্ট্রের নাগরিক না হই - দু'হাজার পাঁচ সালের তৃতীয় নেটওর্য়াক শিক্ষক সম্মিলনীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে শেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলেছিলেন প্রয়াত নাট্যজন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ট্রাস্টি জনাব আলী যাকের। তখন সারা বাংলাদেশে গ্রহণকাল চলছিল! কোথাও কোনো আশার আলো দেখতে পারছিলাম না। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ চেতনা কেবলি কথার ফুলঝুরি ছিলো। শ্রেণি কক্ষে পাঠ্য পুস্তকে আরোপিত ইতিহাস শেখানোর অলিখিত চাপ সহে যাওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তরও ছিলো না। ঠিক এমনি একটি মুহূর্তে দূরের বাতিঘরের আশার আলোয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তাঁর রিচআউট প্রোগাম নিয়ে নোয়াখালীসহ দেশের বাকী ৬৩ জেলায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মাধ্যমে নতুন সাহসী উদ্দ্যমে পিছিয়ে পড়া শিক্ষক সমাজে আলোকবর্তিকা ছড়ালেন। তরুণ প্রাণের দুর্বার ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরের দলটির নেতৃত্বে ছিলেন প্রয়াত সমন্বয়কারী রনজিত কুমার। আজ স্মৃতি জাগানোর এ' মাহেন্দ্রক্ষণে সহস্র অভিবাদন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দ ও সে সব কলাকৌশলিকে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যেমন আমাদের মেধা মননে যোগ করেছে ক্রান্তিকালকে অতিক্রম করে যাওয়ার অবারিত সাহস তেমনি নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের যথার্থ মুক্তিযুদ্ধের ইতিাস পঠন পাঠনে যুক্ত করা এবং মানবাধিকার, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে করণীয় দিক নির্ধারণ। অন্যদিকে শিক্ষার্থী কর্তৃক মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহিত মুক্তিযুদ্ধের কথ্য ইতিহাস, জাদুঘর কর্তৃক তা' যাচাই বাছাই পূর্বক সংরক্ষণ। দেয়ালিকা প্রকাশ, মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র প্রদর্শনসহ নানান আলোকিত দিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে আমাদের অহংকারের প্রতিষ্ঠানটি।

পেশাগত অভিজ্ঞতা উন্নয়নে মানবাধিকার সংরক্ষণে এবং মাঠ পর্যায়ে কাজ করার কঠিন সমস্যা মোকাবেলায় সর্বোপরি আগামী কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নে মত বিনিময়ের নানান কর্মশালা, সেমিনার, সভা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাদুঘরের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর, দ্বারোঘাটনের মতো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে জাদুঘর দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত থাকবার বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছে। উপরন্ত জাতীয় উৎসব উপলক্ষে জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত স্মারকেও আমার কর্ম-অভিজ্ঞতা একাধিকবার আলোকপাত হয়েছে। বৃহত্তর নোয়াখালীতে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যতবার এসেছে ততবারই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে আমার ভ্রমণ অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেজন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাছে আমার অনেক ঋণ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জাদুঘর তার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, জাতীয় ও বিশেষ দিবসগুলোতে জাতীয় আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে অনন্য স্মারক সাময়িকি প্রকাশ করে রিচআউট প্রোগামে থাকা নেটওয়ার্ক টিচারদের সঙ্গে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ সবসময় একটি নিবিড় সম্পর্ক সেতুবন্ধন বজায় রেখেছেন। এতে আমরা যেমন সমৃদ্ধ হয়েছি তেমনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরও তার দায়বোধের খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিতে পেরেছেন। সাম্প্রতিককালে নতুন মাত্রায় যুক্ত হয়েছে অনলাইন ভিত্তিক ' মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা'। ইতোমধ্যে ডিসেম্বর ২০২০ নাগাদ এর ৭ম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। আর জাদুঘর সেটি শিক্ষকদের কাছে পোঁছানো চলমান রেখে জাদুঘরের সর্বশেষ সার্বিক কর্মকান্ড জানান দিচ্ছেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মতো মহৎ প্রতিষ্ঠান বৃহৎ পরিসরে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে উদারনৈতিক মানসিকতায় কাজ করে যাবার বার্তাটিও এর মধ্য দিয়ে আমরা পাচ্ছি।

এ মহান প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত হবার সময় থেকে আজ পর্যন্ত যতবার জাদুঘরের আমন্ত্রণে সভা সমাবেশে ছুটে গিয়েছি, ততবারই সম্মানিত কর্তৃপক্ষ উষ্ণ আতিথেয়তায় আমাদের বরণ করেছেন। অফুরান সান্নিধ্য দিয়ে আমাদের বাঁধন অটুট রেখেছেন-এমন মহামিলন কেবল সৌহার্দ্যের পরিচয় বহন করে। সীমিত সার্মথ্যের মাঝেও প্রণোদনা যুগিয়েছেন। বিশেষত: ট্রাস্টি মফিদুল হক, ডা. সারওয়ার আলী, জিয়াউদ্দিন তারিক আলী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মাহবুবুল আলম ও জাদুঘরের কর্মীবৃন্দের আন্তরিকতা কোনদিনই ভুলবার নয়।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আমার সত্তাকে জাগিয়ে দিয়েছে। কৈশোরে একাত্তর দেখার যে যন্ত্রণা আর জাতির জনকের হত্যাকান্ডের পর গোটা জাতিকে পশ্চাৎপদে নিয়ে যাবার নিদারুণ রসিকতার কষ্ট আমায় ফিরে দাঁড়াবার অদম্য মনোবল তৈরী করে দিয়েছে এ অহংকারের প্রতিষ্ঠান। তাই কালজয়ী কথা সাহিত্যিক মুক্তিযোদ্ধা জহির রায়হানের ভাষায় বলি "আসছে ফাল্গুনে আমরা দ্বিগুণ হবো"। সতত অভিবাদন লাখো শহীদের প্রতি এবং অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আমার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও তার নিরলস কর্মীবৃন্দকে। জয় বাংলা।

লেখক : নেটওয়ার্ক টিচার, নোয়াখালী।

স্মৃতির পথে হাঁটা

২৭ আগস্ট ১৯৯৭ : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সঙ্গীত সংগ্রাহক, গবেষক, তথ্যচিত্র নির্মাতা দেবেন ভট্টাচার্য ১৯৭১ সালে শরণার্থী শিবির থেকে সংগৃহিত এবং অডিওতে ধারণকৃত গানের ক্যাসেট জাদুঘরকে প্রদান করেন। 'মুক্তিযুদ্ধের গান : দেবেন ভট্টাচার্যের সংগ্রহ ও অভিজ্ঞতা' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়

শোকবার্তা

২১ জানুয়ারি ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচিভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যশোর জেলার সদর উপজেলার জঙ্গলবাঁধাল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. জসিম উদ্দিন স্যারের অকাল প্রয়াণে আমরা শোকাহত। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্থায়ী তহবিল গঠনের উদ্যোগ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃপক্ষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এই জাদুঘরটি জনগণের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত নাগরিকজনের প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষনে ব্যতিক্রমী সংযোজন হিসেবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই জাদুঘরটি খুব দ্রুতই জনগন তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রহণ করে। যে কোন জাদুঘর পরিচালনায় প্রয়োজন হয় স্মারক এবং অর্থ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত অনেকেই তাদের সযত্নে সংরক্ষিত স্মারক, প্রিয়জনের স্মৃতি জাদুঘরে প্রদান করেছেন, যেটি জাদুঘরের প্রতি তাদের আস্থা এবং ভালোবাসার প্রতীক। জাদুঘর পরিচালনার মূল সমস্যা আর্থিক। একটি জাদুঘরের দৈনন্দিন প্রয়োজন নির্বাহ অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মতো বিশেষায়িত জাদুঘরের নানামুখী কর্মপরিকল্পনা থাকে, যেটিও বেশ ব্যয়বহুল। অথচ জাদুঘর কোন অর্থাগমের প্রতিষ্ঠান নয়। যাত্রা শুরুর সময়ে এই প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টিবৃন্দ আশা পোষন করতেন একদিন একটি সুপরিসর স্থানে আন্তর্জাতিক মানের পূর্ণাঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তারা গড়ে তুলবেন। আনন্দের বিষয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং জাদুঘরের পঁচিশ বছর পূর্তি উদযাপন করছে আগারগাঁয়ে সুবিশাল পরিসরে গড়ে ওঠা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ভবনে। এই জাদুঘর গড়ে তোলার গল্পে যুক্ত আছেন ছাত্র-ছাত্রীদের টিফিনের পয়সা নির্মান তহবিলে প্রদানের কথা, একজন শ্রমজীবীর দিনশেষের উপার্জন দানের কথা, এমনকি একজন তরুণ তার প্রথম চাকুরির প্রথম বেতনের সম্পূর্ণটি জাদুঘরে দিয়ে দেন অকাতরে, একটি টাকাও তিনি বাড়িতে নেন নি। এভাবে বারবার জাদুঘর আবেগে আপ্লুত হয়েছে জনগণের ভালোবাসায়। এই জাদুঘরটির পরিচালনায় বর্তমানে প্রয়োজন একটি স্থায়ী তহবিল গঠন। তাই জাদুঘর আবারও আবেদন জানাচ্ছে জনগনের কাছে এই তহবিল তৈরির দায়িত্বটি নেবার জন্য। সকলের অনুদানে জাদুঘর গড়ে তুলবে স্থায়ী একটি তহবিল। আপনার অনুদান সেটি যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, আমাদের কাছে সেটি অত্যন্ত মূল্যবান।

আপনার অনুদান-প্রত্যাশী	অনুদান-দাতার নাম জাদুঘর ভবনে স্থায়ীভাবে প্রদর্শিত হবে
আজীবন সদস্য : ৫ লক্ষ টাকা	পৃষ্ঠপোষক, উদ্যোক্তা সদস্য, আজীবন সদস্য এবং প্রতীকী ইট ক্রেতাদের প্রদান করা হবে সনদ ও স্মারক
উদ্যোক্তা সদস্য : ৫০ লক্ষ টাকা	
পৃষ্ঠপোষক সদস্য : ১ কোটি টাকা	
প্রতীকী ইট : ১০ হাজার টাকা	

ব্যাংক হিসাবের নাম : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ফান্ড

হিসাব নং : ১১০১ ১৩১ ২৫২৬৪০৬৩

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি:, প্রধান শাখা, ৬৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

দশ হাজার টাকার অনুদান জাদুঘরের বিকাশ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পাঠাতে পারেন
বিকাশ অ্যাকাউন্ট : ০১৭৩০৬০০০৫২

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৯১৪২৭৮১-৩
ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com, web: www.liberationwarmuseumbd.org

৯ম লিবারেশন ডকফেস্ট
৬-১০ এপ্রিল ২০২১

আগামী ৬ থেকে ১০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রমাণ্যচিত্র উৎসব '৯ম লিবারেশন ডকফেস্ট-২০২১। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এবারের আয়োজনটি একটি বিশেষ উৎসবে পরিণত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বৈষিক করোনা মহামারীর কারণে তা পুরোপুরি জাদুঘর প্রাঙ্গণে আয়োজন করা সম্ভব হবে না। সে কারণেই এবারের উৎসবও অনলাইন এবং আংশিকভাবে জাদুঘর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবে এ পর্যন্ত প্রায় ১১২ দেশের ১৯০০ ছবি জমা পড়েছে। এখান থেকে নির্বাচিত প্রামাণ্যচিত্রগুলোই প্রতিযোগীতা এবং প্রতিযোগিতার বাইরের ছবি হিসেবে এবারের উৎসবে প্রদর্শিত হবে। গেল বারের মতোই উৎসবের ছবিসমূহ অনলাইনে প্রদর্শীত হবে। পাশাপাশি অন্যান্য আয়োজন জাদুঘরের মূল অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পঁচিশ বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে ২০২১ সালে। সেই উপলক্ষ্য মাথায় রেখে এবারের উৎসবটি নিম্নলিখিত বিশেষ আয়োজনসমূহ দিয়ে সাজানো হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তরুণ ও উঠতি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে অনেক বছর ধরে সহায়তা করে আসছে। ২০১৯ সাল থেকে এই প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ সহায়তার উদ্যোগটি একটি কর্মশালার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ বছরও অন্যান্যবারের মতোই উৎসব চলাকালীন সময়ে ৭-১০ এপ্রিল এই 'এক্সপোজিশন অব ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্টস : স্টোরিটেলিং ওয়ার্কশপ ফর ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকারাস' শীর্ষক চার দিনের প্রামাণ্যচিত্র কর্মশালা এবং পিচিং সেশন অনুষ্ঠিত হবে। ভারতের প্রখ্যাত প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা ও শিক্ষক নীলোৎপল মজুমদারসহ একাধিক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা এই কর্মশালা পরিচালনা করবেন। কর্মশালার শেষ দিন ১০ এপ্রিল সকালে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রকল্পগুলোও পিচিং-এর মধ্য দিয়ে বিজয়ী দুই নির্মাতাকে নির্বাচন করা হবে। বিজয়ী দুই নির্মাতা তাদের প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে যথাক্রমে ৫ লক্ষ এবং সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা সহায়তা পাবেন।

উৎসব উপলক্ষ্যে ৭ এপ্রিল বিকেলে জাদুঘর অডিটোরিয়ামে দর্শক উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধা-অভিনয় শিল্পী রাইসুল ইসলাম আসাদকে নিয়ে মাস্টার ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবের তৃতীয় দিন রাতে ভারতের প্রখ্যাত প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র 'নাইন মানথস টু ফ্রিডম' খ্যাত এস শুকদেবের উপর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান অনলাইনে আয়োজিত হবে। এ আয়োজন উপলক্ষে কানাডা থেকে যোগ দেবেন অকাল প্রয়াত এই প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতার কন্যা শবনম শুকদেব। এ উপলক্ষে সম্প্রতি শবনম শুকদেব নির্মিত এস শুকদেবের জীবনি ভিত্তিক ছবি 'লাস্ট আদিউ' প্রদর্শন করা হবে।

৯ই এপ্রিল উৎসবের চতুর্থ দিন 'দ্যা জেনোসাইড উই স্যাল নট ফরগেট' শিরোনামে একটি বিশেষ প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা এবং আজকের প্রজন্মের দক্ষিণ এশীয় তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মাঝে তার প্রতিফলন এ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য। এই বিশেষ প্যানেল আলোচনায় বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণ করবেন প্রখ্যাত প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা তানভির মোকাম্মেল এবং শবনম ফেরদৌসী ও ইয়াসমিন কবির। পাশাপাশি পাকিস্তান থেকে অংশগ্রহণ করবেন নারী প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা মাহিন জিয়া এবং আনাম আব্বাস। ভারত থেকে অংশগ্রহণ করবেন প্রখ্যাত প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা সুপ্রিয় সেন। ৯ এপ্রিল সকালের এই আয়োজনটি আংশিক অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে। এই আয়োজনে নির্ধারিত আলোচকদের পাশপাশি তরুণ প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতাদেরও অংশগ্রহণ থাকবে। ১০ এপ্রিল শনিবার বিকালে আমন্ত্রিত অতিথি ও বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে এ উৎসবের সমাপনী এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হবে। তার মধ্য দিয়ে নবম লিবারেশন ডকফেস্ট-২০২১ এর আয়োজনের পর্দা নামবে। উৎসব সময় খুব বেশি বাকি না থাকায় উৎসবের প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলছে এবং আশা করা যায় এবারের উৎসব করোনাকালীন সংকট পেরিয়ে অনলাইন এবং জাদুঘর প্রাঙ্গণের সব আয়োজন মিলিয়ে যথেষ্ট সাড়া ফেলতে পারবে।

মুক্তিযোদ্ধার আত্মকথা সংগ্রহ

ক্যামেরায় সোনালি প্রজন্মের মুক্তিসংগ্রামী

শরিফ রেজা মাহমুদ

বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের স্মৃতিসাধনায় ব্রতী হয়ে বিগত পঁচিশ বছর ধরে কাজ করে চলেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এবছর মুক্তিযুদ্ধ জাদঘরের হীরকজয়ন্তি। বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তির এ মহান ক্ষণে জাতীয় পর্যায়ে নানাভাবে একাত্তরকে স্মরণ করা হচ্ছে এবং হবে। এই স্মরণাভিযানে সামিল হয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নানামুখী প্রয়াস নিচ্ছে। এমনই একটা নতুন কর্মসূচি মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মকথা সংগ্রহ।

জাদুঘরে সংরক্ষিত ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় নিজের নাম খুঁজতে এবং প্রত্যয়ণপত্র সংগ্রহ করতে প্রায় প্রতিদিন মুক্তিযোদ্ধাদের সমাগম হয় এখানে। স্বেচ্ছাকর্মীরা অপেক্ষমান মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে প্রাথমিক আলাপচারিতা সম্পন্ন করে সাক্ষাৎকার প্রদানে আগ্রহী ব্যক্তিকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানায়।

ক্যামেরার সামনে প্রথমে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী মুক্তিযোদ্ধার নাম ও ঠিকানা জানতে চাওয়া হয়। এসময় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেশের প্রান্তিক জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন প্রথম দিনের সাক্ষাৎকারে পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর মুখোমুখী হই। জানতে চাওয়া হয়: 'মুক্তিযুদ্ধের *সময় আপনার বয়স কতো ছিল এবং কোন প্রেক্ষাপটে আপনি মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন?*' উত্তরবঙ্গের একজন মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎ পাই যিনি পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। যাত্রাপথের বর্ণনা এবং কোথায় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন জানতে চেয়ে এরপর জিজ্ঞেস করা হয়: 'কিভাবে *মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেন?*' মাগুরার একজন মুক্তিযোদ্ধাকে পেয়েছি যিনি জানালেন: ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তিনি আনসার বাহিনিতে ছয় মাসের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব যশোরে এক জনসভায় শেষে সেখানকার সৈনিকদের সাথে বৈঠক করেন এবং দেশের প্রয়োজনে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানান।

পরবর্তী প্রশ্নে রণাঙ্গনের গল্প জানতে চাওয়া হয়। এখানে দেশের নানা অঞ্চলের রণাঙ্গনের তথ্য জানা যায়। এমনই এক গল্পে আমরা বগুড়ার সারিয়াকান্দি জনপদের চুড়ান্ত এবং বিজয়ের গল্প জানতে পারি। অপর একজন মুক্তিযোদ্ধার কাছে গোপালগঞ্জের ভাটিয়াপাড়া যুদ্ধের ইতিহাস জানতে পারি। জামালপুরের বিখ্যাত কামালপুর রণাঙ্গন, সিলেট রণাঙ্গন, বিলোনিয়া রণাঙ্গন, লক্ষীপুর রণাঙ্গনসহ প্রান্তিক বিভিন্ন রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের বয়ান জানার সুযোগ এখানে হয়েছে এবং হচ্ছে।

আমরা দেখেছি মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের কথা বলতে সম্মানিত বোধ করেন। আবার আমরাও তাদের গল্প শুনে উজ্জীবিত হই।

প্রয়াত ট্রাস্টি আলী যাকের স্মরণসভা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নীলফামারী জেলা

সদ্যপ্রয়াত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিক বরেণ্য নাট্যজন আলী যাকের স্মরণে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নীলফামারী জেলার নেটওয়ার্ক শিক্ষকবৃন্দ আয়োজন করেন স্মরণ সভার। ১৪ জানুয়ারি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এবং ৩০ জানুয়ারি নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলায় এ স্মরণানুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ স্মরণানুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শিক্ষক নেতা শাহনেয়ামতুল্লাহ কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আলহাজ্ব অধ্যক্ষ মো. সাইদুর রহমান। বক্তব্য রাখেন নেটওয়ার্ক শিক্ষক মোস্তাক হোসেন, এ কে এম ফরহাদ রেজা ও শেফালী খাতুন। প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ড. সারওয়ার আলী। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. মাজহারুল ইসলাম তরু, জেলা শিল্পকলা একাডেমির সংস্কৃতি বিষয়ক কর্মকর্তা ফারুকুর রহমান ফয়সাল এবং জাদুঘর কর্মকর্তা রঞ্জন কুমার সিংহ। বক্তারা প্রয়াত আলী যাকেরর বর্ণাঢ্য জীবনকর্ম ও মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন গোলাম ফারুক মিথুন।

নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার নেটওয়ার্ক শিক্ষক পরিবার, স্পন্দন আবৃত্তি সংগীত নৃত্য একাডেমি ও নীলগিরী খেলাঘর আসরের যৌথ আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত ছিলেন সংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর এমপি, ট্রাস্টি মফিদুল হক ও ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের। সৈয়দপুর জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার রেহানা ইয়াসমিন এবং রঞ্জন কুমার সিংহ। অধ্যক্ষ মো: শাহিনুর ইসলাম, রবিউল আলম, উপজেলা একাডেমি সুপার ভাইজার ফাতেউল ইসলাম ও তরুনীকান্ত রায় প্রমুখ অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন। স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন, ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের নেটওয়ার্ক শিক্ষক হারুন অর রশীদ।

দীর্ঘ ১২ মাস বিরতির পর আবারো প্রান্তিক অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটবে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

দীর্ঘ ১২ মাস বিরতির পর আবারো প্রান্তিক অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটবে ভ্রামমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এবার ভ্রামমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গন্তব্য ব্রক্ষ্মপুত্র নদ বিধৌত জামালপুর জেলা। যাত্রা পথে ভ্রামমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বাস দুটি জামালপুর জেলার ৭টি পৌরসভা, ৬৮টি ইউনিয়ন ও ৮টি মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিভ্রমণ করবে।

উল্লেখ্য গত বছরের ১৪ ফ্রেব্রুয়ারি কুমিল্লা জেলা পরিভ্রমণ শেষে ভ্রামমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যথারীতি জাদুঘরের মূল প্রাঙ্গণে ফিরে আসে। এরমধ্যে বিশ্বের অনান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও করোনা সংক্রমণ দেখা দিলে সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। সাধারণ ছুটিতে সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দাপ্তরিক কার্যক্রম ও গ্যালারী সমূহ বন্ধ থাকে। ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে দেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকায় ভ্রামমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আউটরিচ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিভ্রমণে যেতে পারেনি।

ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রায় ১১ মাস ২৫ দিন পর ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ফ্রেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে জামালপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য আবারো যাত্রা শুরু করলো।

দীর্ঘ বিরতির এই সময়টিতে ভ্রামমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ইউনিট ১ এ কিছু সংস্কার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলোঃ- প্রর্দশনীর আর্দশিকতা বজায় রেখে প্রর্দশনী কেইসের ভেতরে এবং বাসের বাইরে সঠিক রঙ নির্বাচন করা। নতুন করে যাত্রা শুরুর পূর্বে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ইউনিট-১-এর প্রদর্শনী কাজটি সম্পন্ন করা।

চূড়ান্ত প্রর্দশনী কাজটি সম্পন্ন করার পূর্বে আর্কাইভ টিমকে কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছে যার মধ্যে স্মারকের নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, স্মারকের জন্য বিভিন্ন সাইজের অ্যাকরেলিক কেইস ডিজাইন ও তৈরি, স্মারকের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে স্মারক প্রদর্শনীতে পুনঃ স্থাপন ইত্যাদি। অত্যন্ত আন্তরিকতা ও যত্নের সঙ্গে আর্কাইভ বিভাগের প্রধান আমেনা খাতুনের তত্ত্বাবধায়নে আর্কাইভ টিম এসব কাজ সম্পন্ন করেছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, ২০১৪ সালে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ইউনিট-১ এর প্রদর্শনী উদ্বোধন হওয়ার পর বড় ধরনের কোনো সংস্কার কাজ করা হয়নি। যার ফলে দীর্ঘ ৬ বছরে স্মারক, স্মারকের কেইস,ছবি ও ছবির ফ্রেমের অবস্থা নাজুক ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলো।

ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দুটির বাহ্যিক ডিজাইন করেছেন প্রয়াত শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী ও শিল্পী অশোক কর্মকার। প্রথম দিকে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নকশা করেছিলেন জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি আক্কু চৌধুরী। পরে সেই অভিজ্ঞতার আলোকে ভেতরের প্রদর্শনী ডিজাইন করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভ বিভাগের প্রধান আমেনা খাতুন।

ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সংস্কার কাজ চলছে

জামালপুরে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনী : ফেব্রুয়ারি-২০২১

ঝাউগড়া উচ্চ বিদ্যালয়, মেলান্দহ, জামালপুর

ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী দেখেছে ঝাউগড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official